দৈনিক
ইনকিলাব

09 APR 2008
2 ৫

ভিসির আশ্বাসের প্রেক্ষিতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলন স্থগিত

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার : জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের অসামঞ্জস্যপূর্ণ ধারা সংশোধন এবং বেদখল হওয়া হলগুলো উদ্ধারসহ ১০ দফা দাবী আদায়ের লক্ষ্যে চলমান আন্দোলন স্থগিত করার ঘোষণা দিয়েছে শিক্ষার্থীরা। সোমবার আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ভিসি ড. সিরাজুল ইসলাম খান তৃতীয়বারের মত বৈঠকে বসেন. বৈঠকে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ ও প্রোক্টর উপস্থিত ছিলেন। এ সময় উপাচার্য শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দাবী-দাওয়া সম্পর্কে বলেন, বিলুপ্ত সরকারী জগন্নাথ কলেজের বেদখলকৃত ১২টি হল উদ্ধারের বিষয়ে নিয়োগকৃত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে প্রাথমিক ও অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্ট জমা দিয়েছে এবং আগামী ৩০ এপ্রিল তাদের চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রদান করবে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অবস্থিত বাংলাদেশ ব্যাংকের সদরঘাট শাখার ভবনটি আগামী তিন মাসের মধ্যে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরের পরবর্তী দাপ্তরিক প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করার ব্যবস্থা নেয়া হবে। শিক্ষার্থীদের সুষ্ঠুভাবে যাতায়াতের লক্ষ্যে আগামী ৩০ জুনের মধ্যে ৫২ সিটের দুটি বাস বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব তহবিল থেকে ক্রয় করা হবে এবং আরো দুটি বাস এ বছরের অক্টোবরের মধ্যে ক্রয় করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন ভবনসমূহ সংস্কার ও পুনঃনির্মাণের কারণে এ মুহূর্তে ক্যাফেটেরিয়া চালু করা সম্ভব না হলেও আগামী ৩ মাসের মধ্যে সংস্কারকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাফেটেরিয়া চালু করা হবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, আগামী তিন থেকে চার মাসের মধ্যে নতুন ভবন নির্মাণের কাজ শেষ হবে এবং সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী, সাইবার সেন্টার ও মেডিকেল সেন্টার চালু করা সম্ভব হবে। এছাড়া শিক্ষক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় আরো ৬৬ জন শিক্ষক নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে বলেও তিনি জানান। আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা জানিয়েছে, গত বছরের আগস্ট মাসে তারা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০০৫-এর ১৮ নং ধারাসহ অসংগতিপূর্ণ ধারাগুলো পরিবর্তন, বেদখল হওয়া ১২টি হল উদ্ধার, ক্যাম্পাসের মধ্য থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক সদরঘাট শাখা ভবন অপসারণ, বিশ্ববিদ্যালয় স্বাস্থ্য কেন্দ্র, টিএসসি'র ব্যবস্থা, জিমনেশিয়াম, মানসম্মত লাইব্রেরী, পরিবহন সমস্যার সমাধান, সাইবার সেন্টার, শিক্ষক সংকট সমাধানসহ ১০ দফা দাবী আদায়ে আন্দোলনের লাগাতার কর্মসূচী ঘোষণা করে।